বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম চেয়ারম্যান

২। ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সদস্য

৩। দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, সদস্য

মামলা নং ০১/২০২১

মো. শাহ্ আলম ভূঁইয়া

ফরিয়দী

বনাম

এ.এম.এম. বাহাউদ্দিন, সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

সাঈদ আহমেদ, বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক ইনকিলাব

প্রতিপক্ষ

এস. এম. আমজাদুল হক, অ্যাডভোকেট

ফরিয়াদীপক্ষে

বনাম

সাঈদ আহমেদ, বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক ইনকিলাব স্বয়ং

প্রতিপক্ষে

রায়ের তারিখঃ ২৯/১২/২০২২

রা য়

অত্র মামলাটি ফরিয়াদী কর্তৃক দায়েরকৃত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মামলা নং ০১/২০২১ যা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত একটি মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমায় ফরিয়াদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, ২৪/১২/২০২০ তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রথম পাতায় "ডাক বিভাগে শত শত কোটি টাকা লোপাট, ভদ্রের সহযোগিরা অধরা" এবং ২৮/০৪/২০২১ তারিখের পত্রিকার ৩য় পাতায় "অধরাই ডাক বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্থরা" শিরোনামের প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা করেছেন। ফরিয়াদী এই আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট গত ২৬/১২/২০২০ তারিখে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত প্রতিবাদ মোটেও ছাপেনি তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।

২৪/১২/২০২০ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে অভিযোগকারীর পদ পদবী ও জেষ্ঠ্যতা ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সরকারি আদেশে তার বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তার শ্বশুরবাড়িকে তার নিজের বাড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে তাকে অন্যায়ভাবে কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়া প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব সুধাংশু শেখর ভদ্র এর সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সংবাদে তার নামে বেনামে অবৈধ সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা মিথ্যা, তার কোনো অবৈধ সম্পদ নেই। তার সম্পদের পূর্ণ তথ্য আয়কর রিটার্নে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাক্তন মহাপরিচালককে যা অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রকল্প পরিচালকের নামও ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২৮/০৪/২০২১ তারিখে প্রকাশিত পত্রিকায় বিগত ২৪/১২/২০২০ তারিখে প্রকাশিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২৪/১২/২০২০ তারিখে প্রকাশিত মিথ্যা, বানোয়াট ও ভুয়া সংবাদের প্রতিবাদলিপি দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু তা না ছাঁপিয়ে ওই ভুয়া, একপেশে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং বিষয়টি তার জন্য অপমানজনকও বটে। এই আপত্তিজনক সংবাদের প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের নামে সম্পাদক মহোদয়ের কাছে প্রতিবাদ পাঠানো হয় তবে তা কোড অব ইথিক্স অনুসারে ছাপেনি, যার ফলে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পত্রিকাটি কর্তৃক বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট এর ধারা ১১/২(খ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত কোড অব ইথিক্স এর ক্লস ৩,১০,১৬ ও ১৭ লংঘন করা হয়েছে। পরর্তীতে ২৮/০৪/২০২১ তরিখে পুনরায় যে খবরটি ছাপা হয়, তাহা পূবের খবরের পুনরাবৃত্তি বলে তার বিরুদ্ধে আর প্রতিবাদ পাঠানো হয়নি। সর্বশেষে তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী প্রতিকার প্রার্থণা করেন।

০২ নং প্রতিপক্ষ জনাব সাঈদ আহমেদ, বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক ইনকিলাব এই মামলায় উপস্থিত হয়ে তার এবং ০১ নং প্রতিপক্ষ এ.এম.এম. বাহাউদ্দিন, সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব এর পক্ষে জবাব দাখিল করেন। সেখানে তিনি বলেন দৈনিক ইনকিলাব একটি স্বনামধন্য শীর্ষস্থানীয় জাতীয় পত্রিকা। শুধু দেশ ও জনগনের পক্ষে প্রতিশ্রুতিশীল জাতীয় পত্রিকা হিসেবে এটি ৩৬ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ০১ নং প্রতিপক্ষ পত্রিকাটির সম্পাদক এবং দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক। ০২ নং প্রতিপক্ষ জনাব সাঈদ আহমেদ পত্রিকাটির বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে ৩ দশক ধরে সুনামের সাথে সাংবাদিকতা করছেন। ক্যারিয়ারের বিভিন্ন সময় দেনিক যুগান্তরসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, বাংরাদেশ বেতার ও স্যাটেলাইট টেলিভিশনে কাজ করেছেন। দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিচারাঙ্গনের বহু আলোচিত প্রতিবেদন লিখেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী

দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সময় পরিচালিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ট্রুথ কমিশন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, বিডিআর বিদ্রোহে "পিলখানা হত্যা মামলা'সহ অনেক ঐতিহাসিক ইভেন্ট নিষ্ঠার সঙ্গে কাভার করেছেন। দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে 'ল' রিপোর্টার্স ফারাম (এলআরএফ) সহ কয়েকটি পেশাদার সংগঠনের নির্বাচিত সভাপতি হিসেবেও (২০১৮-২০১৯) দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান পর্যায়ে ২০১৯ সাল থেকে 'দৈনিক ইনকিলাব' এ কাজ করছেন। দায়িত্বের অংশ হিসেবে ডাক অধিদপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। 'ডাক বিভাগে শত শত কোটি টাকা লোপাট: 'ভদ্রের সহযোগিরা অধরা' শীর্ষক প্রতিবেদনটি এসবের একটি। ০৩ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ২৪/১২/২০২০ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদী মনে করেন যে, তার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে। এ ব্যপারে তিনি বলেন "ডাক বিভাগের শত শত কোটি টাকা লোপাট, ভদ্রের সহযোগিরা অধরা" শীর্ষক সংবাদে ডাক বিভাগের দুর্নীতি সংবাদ তুলে ধরা হয়েছে। পদ-পদবী কিংবা জ্যেষ্ঠতা নির্ণয় সংবাদের উদ্দেশ্য ছিলনা। মুল কথা হচ্ছে "দুর্নীতি ও দুর্নীতিতে সহযোগিতা" ডাক বিভাগের সুত্রের বরাতে ফরিয়াদির পদ-পদবী উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদ প্রণয়নে সুত্রের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু মুল বিষয়বস্তু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফরিয়াদী চাতুর্য্যের সঙ্গে পদ-পদবী ও জ্যেষ্ঠতার বিষয়টি মুখ্য এবং ফরিয়াদির বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন ।

প্রতিপক্ষ আরো বলেন যে, ৩০টি দেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত বাক্যে "অন্তত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ভ্রমণকারী দেশের সংখ্যা কমবেশি হতে পারে ফরিয়াদি সরকারি আদেশ ব্যতিত ব্যক্তিগতভাবে দেশ ভ্রমণ করেছেন এমন কোনো তথ্য সংবাদে উল্লেখ করা হয়নি। এ সংক্রান্ত কোন তথ্যটি মিথ্যা ফরিয়াদী তা স্পষ্ট করেননি। শ্বশুরবাড়িকে তার নিজের বাড়ি বলে দেখানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেখানো শব্দটি এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ তার সংগ্রহে বাড়িটির আলোকচিত্র থাকা সত্ত্বেও সংবাদের সাথে সেটি প্রকাশ করা হয়নি। সংবাদটিতে উল্লেখই করা হয়েছে যে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে শ্বশুরের প্লটে ফরিয়াদির ইমারত নির্মাণ করেছেন। শ্বশুরের পুরো বাড়িটি ফরিয়াদির একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং শ্বশুরের বাড়িকে তার নিজের বাড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছে এ কথা যথার্থ নয়। তদুপরি প্রকাশিত সংবাদে তাকে অন্যায়ভাবে কোনোপ্রকার তথ্য প্রমাণ ছাড়া প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব সুধাংশু শেখর ভদ্র এর সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সহকারি প্রকল্প পরিচালক, মেইল প্রেসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা- ১০০০ উল্লেখ করেছেন এটি শুধাংশু শেখর ভদ্র এর সংশ্লিষ্টতার বড় প্রমাণ। ফরিয়াদী শুধাংশু শেখর ভদ্র এর অধস্তন এবং সহযোগি নিশ্চতভাবেই প্রতিযোগি নন। তদুপরি প্রকাশিত সংবাদে তার নামে বেনামে অবৈধ সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন যা মিথ্যা। তার কোনো অবৈধ সম্পদ নেই। সম্পদের পূর্ণ তথ্য

আয়তার রিটার্নে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরস্থ কর্মকর্তা ফরিয়াদির প্রতিযোগী ছিলেন কিনা, সুত্র সেটা নিশ্চিত করেন নি।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২৮/০৪/২০২১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে ২৪/১২/২০২০ তারিখের সংবাদের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য গত ২৪/১২/২০২০ তারিখে প্রকাশিত মিথ্যা, বানোয়াট ও ভুয়া সংবাদের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিলো। উল্লেখ্য ওই মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছিলো কিন্তু তা না ছাপিয়ে ওই ভুয়া, একপেশে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং বিষয়টি তার জন্য অপমানজনক ও বটে। এর জবাবে তিনি জানান যে ডাক বিভাগের সীমাহীন দুর্নীতির বিষয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদনের ২৮/০৪/২০২১ তারিখ প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিলো 'অধরাই ডাক বিভাগের দর্নীতিবাজরা' শীর্ষক প্রতিবেদনেনর কোনো প্রতিবাদ প্রতিপক্ষের হস্তগত হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেদনগুলো ছিলো ডাক অধিদপ্তরের ব্যাপকভিত্তিক দুর্নীতির তথ্য সম্বলিত। এসব সংবাদের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পৃথক ৩টি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ফরিয়াদীর কাছে বিষয়টি 'গ্রহণযোগ্য' মনে না হলেও ডাক অধিদপ্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি সংবাদগুলোকে 'ভিত্তি' হিসেবে নিয়েছে। এতে ফরিয়াদির ব্যক্তিগতভাবে অপমান বোধের কারণ দেখা যায় না। ডাক বিভাগের ব্যাপক দুর্নীতর সত্যতা মন্ত্রণালয়ের পৃথক তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে। পরবর্তীতে এসব তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের টিম একাধিক অনুসন্ধান (বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত-১ এর স্মারক নং০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০২১.২১-২৩৩৮৮) ও (স্মারক নং০০.০১.০০০০.৫০১.০১.০৭৭.১৭.২৪৮৬৬৯) শুরু করে। অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যেই ডাক অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এস এস ভদ্র এবং তার দুর্নীতির এক সহযোগির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অনুসন্ধানটি এখনও চলমান। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব তদন্তে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ায় ডাক অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক সুধাংশু শেখর ভদ্রকে স্বাভাবিক অবসরে যাওয়ার আগেই শাস্তিস্বরূপ বাধ্যতামুলক অবসরে পাঠানো হয়। সংবাদের সত্যতা ছিলো বলেই ডাক অধিদপ্তর কিংবা পিতৃপ্রতিষ্ঠান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় অফিসিয়ালি সংবাদগুলোর কোনো প্রতিবাদ করেনি। অথচ পুরো ডাক অধিদপ্তরের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ফরিয়দি স্বপ্রেণোদিতভাবে এককভাবে নিজের কাধে তুলে নেন এবং ব্যক্তিগত সাফাই গেয়ে ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্বলিত বিশাল প্রতিবাদলিপি পাঠান। ফরিয়াদীর পাঠানো প্রতিবাদলিপি ছিলো 'সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২৮' এর সুস্পষ্ঠ লঙ্ঘন। কারণ, ফরিয়াদী তার কর্তৃপক্ষের দালিলিক অনুমোদন ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ফরিয়াদির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি রাখে। তদুপরি 'কোড অব এথিকস অনুযায়ী' প্রতিবাদের মুল অংশটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে ফরিয়াদির

'অভিযোগের কারণ' প্রশমিত হওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ১১(২)(বি) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত ফলে কোড কন্ডাক্ট ১৯৯৩ এর ক্লজ ৩,১০,১৬ এবং ১৭ লঙ্ঘিত হওয়ার কথা নয়। অতএব প্রার্থণা এই যে, প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ অনুযায়ী উপরোক্ত জবাব সদয় বিবেচনায় নিয়ে সম্পাদক মহোদয় এবং আমার বিরুদ্ধে করা মামলাটি খারিজ করার এবং একইসঙ্গে অভিযোগ থেকে তাহাদের অব্যাহতি প্রদানের বিনীত প্রার্থনা করা হয়।

প্রতিপক্ষের জবাব পেয়ে এবং জবাবটি পর্যালোচনা করে ফরিয়াদী উহার প্রতিউত্তর প্রদান করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, জবাবের প্রথম অংশে প্রতিপক্ষগণ আত্মকথন করেছেন যা আলোচ্যে মামলার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পরের অংশে বিবাদীগণ নাকি তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে ডাক অধিদপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন এবং 'ডাক বিভাগে শত শত কোটি টাকা লোপাট: ভদ্রের সহযোগিরা অধরা' শীর্ষক প্রতিবেদনটি এসবের একটি। তাদের এই প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। আর এই প্রতিবাদ বিধি মোতাবেক ছাপানোর বাধ্যবাদকতা ছিল যা তারা ছাপাননি। এজন্যই উক্ত মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ২৪/১২/২০২০ তারিখ প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদীর পদ পদবী ও জ্যেষ্ঠতা অসত্যভাবে উপস্থাপন করা হয় যার প্রতিবাদ করে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা ছাপেননি, তাদের জবাবেও পরিস্কার যে, তাদের প্রকাশিত সংবাদে ভুল তথ্য ছিল অর্থাৎ তাদের প্রকাশিত সংবাদ সঠিক ছিলো না। তিনি আরো বলেন, ২৪/১২/২০২০ তারিখ প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদী কর্তৃক একাই অন্তত: ৩০টি দেশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল যার প্রতিবাদ করে ফরিয়াদী কর্তৃক প্রতিবাদলিপিতে ১১টি দেশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে প্রতিবাদ করা হয় কিন্তু পত্রিকাটি সেই প্রতিবাদও ছাপেনি। প্রতিপক্ষগণ তাদের জবাবে ভ্রমণকারী দেশের সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতেই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের সংবাদ সঠিক ছিলো না। তাদের এই ভুল সংবাদের প্রতিবাদ করা হলেও তারা তাতে কর্ণপাত করেননি। তিনি আরো বলেন, ২৪/১২/২০২০ তারিখ প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদীর মোহাম্মদপুরে বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত যে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হয় ফরিয়াদী কর্তৃক সঠিক তথ্যসহ সে সংবাদের প্রতিবাদ করা হয় কিন্তু তারা সে প্রতিবাদ ছাপেনি। জবাবে ফরিয়াদী কর্তৃক তাহার সংগ্রহে বাড়িটির আলোচিত্র থাকা সত্ত্বেও সংবাদের সঙ্গে সেটি প্রকাশ করেনি মর্মে প্রতীয়মান হয় কেননা তিনি ফরিয়াদীর প্রেরিত প্রতিবাদ খন্ডন করে তার সকল বক্তব্যসহ প্রতিবাদটি ছাপাতে পারতেন। তিনি আরো বলেন, ২৪/১২/২০২০ তারিখ প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদীকে তৎকালীন মহাপরিচালকের দুর্নীতির সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল পরবর্তীতে ফরিয়াদী কর্তৃক ঐ মিথ্যা সংবাদের সঠিক তথ্যসহ প্রতিবাদ করা হয় কিন্তু তারা প্রতিবাদ না ছাপানোয় উক্ত মামলা রুজু করা হয়। তিনি আরো বলেন, বিবাদীর এই জবাবটি একটি মানসম্পন্ন জবাব নয় মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

কেননা মুল বিষয়টি হলো ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদীর নামে-বেনামে অবৈধ সম্পদ থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো। তিনি আরো বলেন, প্রতিপক্ষগণ তাদের জবাবে স্বীকার করেছেন যে, প্রকাশিত সংবাদে প্রকল্প পরিচালকের নাম ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফরিয়াদীর প্রতিবাদেও তাদের এই ভুল ও মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছিল কিন্তু প্রতিবাদটি ছাপা হয়নি। তাছাড়া প্রতিপক্ষ তাদের জবাবে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে প্রতিকার চাওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদীর আইনগত এখতিয়ার দেয়া হয়েছে কিনা প্রশ্ন তুলেছেন। একই সাথে ফরিয়াদীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, অন্য কোনো সংস্থা কিংবা কোনো আদালতে আইনগত প্রতিকার চাওয়ার অনুমতি দিয়েছে কি না সে বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে প্রতিবাদ করলেও তা না ছাপানো হলে প্রেস কাউন্সিলে মামলা রুজু করা যাবে না বা ফরিয়াদীর এখতিয়ার নেই সে বিষয়ে কোনো বক্তব্য তাদের জবাব নেই। তিনি আরো বলেন, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ প্রকাশিত অসত্য ও মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করে ফরিয়াদী কর্তৃক প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়। ঐ প্রতিবাদে প্রকাশিত সংবাদের দফাওয়ারী প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু প্রতিবাদটি ছাপানো হয়নি। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ছাপানো তাদের দায়িত্ব ছিল তা না করে পুনরায় একই সংবাদের পুনরাবৃত্তি করা হয়। আলোচ্য মামলার আরজিতে কেবল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ প্রকাশিত অসত্য ও মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ না ছাপানোর প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিপক্ষের জবাবে কিয়দংশ ফরিয়াদী কর্তৃক প্রতিউত্তর দেওয়া যৌক্তিক মর্মে প্রতিয়মান হয়। জবাবের শেষাংশে উল্লেখ করা হয় যে, ফরিয়াদী ব্যক্তিগত সাফাই গেয়ে ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্বলিত বিশাল প্রতিবাদলিপি পাঠান। অর্থাৎ প্রতিবাদলিপিটি যে সঠিক ছিলো তা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে অথচ প্রতিবাদলিপিটি ছাপানো হয়নি। জবাবে 'কোড অব এথিকস' অনুযায়ী প্রতিবাদের মুল অংশটি প্রকাশিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও তাদের জবাবে কবে ছাপানো হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাদের এই বক্তব্য অসত্য। তাছাড়া উক্ত জবাবে ফরিয়াদীর পাঠানো প্রতিবাদলিপি ছিলো 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২৮'র সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করা কোনো ক্রামেই 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২৮'র লঙ্ঘন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। বর্ণিত সরকারি কর্মচারী বিধিমালা ১৯৭৯ এর রুল ২৮ এ কর্মচারী কোনো বিষয়ে সংক্ষুব্ধ হলে তার প্রতিকার কোনো সংবাদপত্রে চাইতে পারেন না। অন্যদিকে আদালতে মামলা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হয়। রুলটিতে প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের বিষয়ে প্রতিবাদ করার বিষয়ে কোনো প্রকার অনুমোদনের কথা বলেনি। তিনি আরো বলেন, ২৪/১২/২০২০ তারিখ প্রকাশিত অসত্য ও মিথ্যা সংবাদের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান করছে মর্মে উল্লেখ করে এ সংক্রান্ত যে সকল প্রমাণাদি সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে তাতে ফরিয়াদী সম্পর্কে একটি শব্দও নেই বিধায় এসব বিষয় ফরিয়াদীর সঙ্গে কোনো ক্রমেই সংশ্লিষ্ট নয়। মুলত ২৪/১২/২০২০ ও ২৮/০৪/২০২১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদী সম্পর্কে যে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হয় ফরিয়াদি তাদের প্রতিবাদ করেন কিন্তু উহা প্রেস কাউন্সিল

আইন ১৯৭৪ এর ১২ ধারা এবং ফলে কোড কন্ডাক্ট ১৯৯৩ এর ক্লজ ৩,১৯,১৬ ও ১৭ এর নির্দেশনা অনুযায়ী না ছাপিয়ে এসব বিধি লংঘন করা হয়েছে এবং এজন এর প্রতিকার চেয়ে এই মামলা রুজু করা হয়। বিবাদী তার জবাবে ফরিয়াদির আরজির কোনো বক্তব্য অসত্য প্রমাণ করতে পারেন নি। ফরিয়াদির মুল অভিযোগ প্রতিবাদ না ছাপানো। অতএব প্রতিপক্ষ দোষী এবং এ বিষয় ফরিয়দি ন্যায় বিচার আশা করেন।

এই মামলার ফরিয়াদীপক্ষে নিবেদন করা হয় যে প্রতিপক্ষের ২৪/১২/২০২০ তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত "ডাক বিভাগে শত শত কোটি টাকা লোপাট, ভদ্রের সহযোগিরা অধরা" এবং ২৮/০৪/২০২১ তারিখের পত্রিকার ৩য় পাতায় "অধরাই ডাক বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্থরা" এই দুইটি প্রতিবেদন পাঠ করলে ইহা পরিস্কার যে উহাতে আপত্তিজনক, অসত্য কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে ফরিয়াদিকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে। ফরিয়াদি এই আপত্তিজনক প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক অর্থাৎ ১নং প্রতিপক্ষের নিকট গত ২৬/১০/২০২০ তারিখে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন উহা প্রতিপক্ষ মোটেও ছাপেনি। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। ২৪/১২/২০২০ তারিখের প্রকাশিত প্রতিবেদনে অভিযোগকারীর পদ-পদবী ও জ্যেষ্ঠতা ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তার শ্বশুরবাড়িকে নিজ বাড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাকে কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড় প্রাক্তণ মহাপরিচালকের সহযোগি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার নামে বেনামে অবৈধ সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব বক্তব্য মিথ্যা, যাতে তাকে সামাজিকভাবে হেয প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এইসব মিথ্যা খবরসমূহ ছাপানোর পরে আজ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ দু:খপ্রকাশ করে কোনো খবর ছাপেনি, ফলে প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ দোষী।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, দৈনিক ইনকিলাব একটি স্বনামধন্য শীর্ষস্থঅনীয় জাতীয় পত্রিকা, এটি সুনামের সহিত দীর্ঘ ৩৬ বছর যাবত প্রকাশিত হচ্ছে। ১ নং প্রতিপক্ষ পত্রিকাটির সম্পাদক ও ২নং প্রতিপক্ষ পত্রিকাটির বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত। ক্যারিয়ারের বিভিন্ন সময়ে দৈনিক যুগান্তরসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, বাংলাদেশ বেতার ও স্যাটেলাইট টেলিভিশনে তিনি কাজ করেছেন। দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিচারাঙ্গণের বহু আলোচিত প্রতিবেদন লিখেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সময় পরিচালিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ট্রুথ কমিশন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রীমকোর্ট, বিডিআর বিদ্রোহসহ অনেক ঐতিহাসিক ইভেন্ট নিষ্টার সাথে কাভার করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ল রিপোর্টার্স ফোরাম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৯ সাল থেকে তিনি

দৈনিক ইনকিলাবে কাজ করছেন। দায়িত্বের অংশ হিসেবে ডাক বিভাগের দুর্নীতি নিয়ে কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেন অত্র মামলার প্রতিবেদনসমূহ তারই প্রস্তুতকৃত। এখানে ডাক বিভাগের দুর্নীতির সংবাদ তুলে ধরা হয়েছে, পদ-পদবী কিংবা জ্যেষ্ঠতা নির্নয় সংবাদের উদ্দেশ্য ছিলনা। মুল উদ্দেশ্য ছিল "দুর্নীতি ও দুর্নীতিতে সহযোগিতা"। ডাক বিভাগের সুত্রের সহায়তায় ফরিয়াদির পদ-পদবী উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদ প্রণয়নে সুত্রের দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু ফরিয়াদী মূল বিষয়বস্তু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চাতুর্য্যের সঙ্গে পদ-পদবী ও জ্যেষ্ঠতার বিষয়টি মুখ্য ও ফরিয়াদের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, ৩০টি দেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত বক্যে "অন্তত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কোন তথ্যটি মিথ্যা, ফরিয়াদী তা স্পষ্ট করেননি। শ্বশুরবাড়িকে নিজ বাড়ি দেখানো প্রসঙ্গে বলা হয় যে, শ্বশুরের প্লটে ফরিয়াদী ইমারত নির্মাণ করেছেন, শ্বশুরের পুরো বাড়িটি ফরিয়াদির, একথা বলা হয় নি। সুতরাং শ্বশুরের বাড়িকে নিজ বাড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছে, ইহা সঠিক না। সবশেষে ডাক বিভাগের বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে এই লেখাসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি একথা নিবেদন করেন যে, দীর্ঘদিন যাবত ডাক বিভাগের দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষ জর্জরিত এ লেখাটি ছিল তা কমাবার এক চেষ্টা। এখানে ফরিয়াদির বিরুদ্ধে লেখার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তদুপরি এই মামলায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আইনগতভাবে ফরিয়াদির সেই অধিকার নেই। তদুপরি ফরিয়াদি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, অন্য সংস্থা বা আদালতে আইনগত প্রতিকার চাইবার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছেন কিনা তাও দেখা যায় না। ফলে মামলাটি অচল।

উভয়পক্ষকে শুনিলাম, দেখা যায় যে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ২৪/১২/২০২০ ও ২৮/০৪/২০২১ তারিখে দুইটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। যাতে ফরিয়াদিকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও তার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে। ১ম লেখাটি প্রকাশিত হবার পরপরই অভিযোগকারী ২৬/১২/২০২০ তারিখে প্রতিবাদপত্র পাঠান। কিন্তু প্রতিবাদলিপিটি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ছাপা হয়নি। সম্পাদক বা লেখক কোনো দুঃখ প্রকাশও করেন নি। কাজেই এ ব্যপারে জুডিশিয়াল কমিটির আমার আমরা সবাই একমত যে, অত্র মামলায় প্রতিপক্ষ সাংবাদিকদের জন্য প্রণীত নীতিমালা (কোড এব কন্ডাক্ট) ভঙ্গ করেছেন এবং তারা এ ব্যপারে দোষী। প্রতিপক্ষ এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তারা প্রথম প্রতিবাদটি সময়মতো পেয়েছেন কিন্তু কেনো ছাপাননি তার কোনো ব্যখ্যা তারা দেননি। ২য় লেখাটি সম্পর্কে ফরিয়াদির বক্তব্য যে ইহা একই বিষয়ের উপর এবং একই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট। কাজেই পুনরায় প্রতিবাদ পাঠানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেননি। একথা পরিস্কার যে প্রতিবাদপত্রটি না ছাপিয়ে প্রতিপক্ষদ্বয় সাংবাদিকদের জন্য প্রণীত নীতিমালা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কোড অব কন্ডাক্ট অমান্য করেছেন এবং তাদের এই অমান্য করাটা কোনো ক্রমেই গ্রহণ

করা যায় না। এই মামলায় যে বক্তব্যগুলো ছাপা হয়েছে যাতে ফরিয়দি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, দেখা যাচ্ছে যে এগুলি প্রকাশের আগে এ ব্যপারে ফরিয়াদির সঙ্গে কোনো যাচাই বাছাই করা হয় নাই। ফলে এই বিষয়েও কোড অব কন্ডাক্ট ভঙ্গ করা হয়েছে। যদিও বলা হয়েছে যে ফরিয়দির অফিসের এক সোর্সের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ এই খবরসমূহ পেয়েছেন এবং তাহা বিশ্বাস করে তারা তাদের পত্রিকায় ছাপিয়েছেন। যদিও কোড অব কন্ডাক্ট এ বলা হয়েছে যে অসমর্থিত খবরসমূহ যাহা গুজবের উপর নির্ভরশীল তাহা যাচাই করতে হবে এবং তা অযৌক্তিক মনে হলে ছাপানো থেকে বাদ দিতে হবে। কিন্তু এখানে তাও করা হয় নাই। কোড অব কন্ডাক্টে এও বলা হয়েছে যে একজন সাংবাদিক পত্রিকায় লেখার সময় কোনো খররের ও সোর্সের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যতা সমন্ধে সাবধান থাকবেন এবং তার সোর্স ডকুমেন্টসমূহ রক্ষা করবেন যেন পরবর্তীতে বিপদ না হয়। কিন্তু এখানে দেখা যায় যে প্রতিপক্ষগণ ইহার কিছুই করেন নি। মনে হয় তারা কোড অব কন্ডাক্ট কে কোনো মুল্য দেন নি যাহা দুঃখজনক। শেষদিন বক্তব্য রাখার সময় তার আইনজীবী আদালতে স্বীকার করেন যে এই আইনসমূহ প্রতিপক্ষ মানেননি, যাহা তাদের মানা উচিত ছিল। তবে তিনি বলেন যে, মামলা শুরুর সময় সম্পাদক সাহেব দেশে ছিলেন না, থাকলে এ অবস্থা হতো না। তার এই বক্তব্য আমরা মেনে নিতে পারিনা। কারণ দেশে ফেরার পরেও তিনি এ ব্যপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারতেন যা তিনি নেন নি। সর্বোপরি সব কিছু বিবেচনা করে আমরা সবাই একমত যে, প্রতিপক্ষ এই মামলায় কোড অব কন্ডাক্ট মানেন নি। অথচ একজন সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে তাদের ইহাতে গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিলো। আমরা জানি যে দৈনিক ইনকিলাব একটি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় পত্রিকা। দীর্ঘদিন যাবত ইহা প্রকাশিত হয়ে আসছে। তাই এই রকম একটি পত্রিকার কাছ থেকে আমাদের অনেক বেশী প্রত্যাশা, আমরা আরো আশা করি আগামী দিনে পত্রিকাটি সাংবাদিকতার সকল মান রক্ষা করে কার্যাবলী চালিয়ে যাবেন। যাতে জনগণ উপকৃত হবে।

অত্র মামলায় প্রতিপক্ষ দুইটি বিষয় তাদের জবাবে উল্লেখ করেছেন। একটি হল এই মামলায় যে বিষয় বর্তমান, তাহার প্রতিকার বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিতে পারে কি না! আরেকটি হল ফরিয়াদী একজন চাকুরিজীবি হইয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে, অন্য সংস্থা বা আদালতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমাতি ছাড়া আইনগত প্রতিকার চাইতে পারেন কি না? বিষয় দুটি নিয়ে আমার আলোচনা করেছি। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আইনের ১২ ধারায় এ কথা স্পষ্ট যে,

"কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত বা অন্য কোনোভাবে পাইয়া, যেইক্ষেত্রে কাউন্সিলের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাংবাদিকতা নীতিমালার মান বা জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে অথবা কোনো সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিক পেশাগত অসদাচারণ করিয়াছে বা সংবাদিকতা নীতিমালার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে সেইক্ষেত্রে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকের বক্তব্য পেশের সুযোগ দিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীতপ্রবিধি

মোতাবেক তদন্ত করিতে পারিবে, এবং ইহা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইহার প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে কাউন্সিল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিককে ক্ষেত্রমতে সতর্ক, ভৎসনা বা তিরস্কার করিতে পারিবে।" এখানে ফরিয়াদী হিসাবে কোন যোগ্যতা নির্ধারণ করা নেই। যে কোন ব্যক্তি আসিতে পারেন শুধু যদি দেখা যায় কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাংবাদিকতার নীতিমালার মান বা জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে অথবা কোন সম্পাদক বা সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরণ করিয়াছে বা সাংবাদিকতার নীতিমালার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে, তবেই প্রেস কাউন্সিল তাদের বিচারের আওতায় আনতে পারে। আর এখানে আসতে হলে কাউকে কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিবার প্রয়োজন নাই। কাজেই প্রতিপক্ষের দেয়া দুইটি বক্তব্য এখানে নাকচ করা হলো কারণ আমরা মনে করি ফরিয়াদীকে প্রেস কাউন্সিলে মামলা করতে এই দুইটি বিষয় কোনোই বাধাঁ হতে পারে না।

পরিশেষে আমরা সবাই একমত যে, ফরিয়াদী তার মামলা প্রমাণ করতে স্বার্থক হয়েছেন। এ কথা বলতে কোনোই দ্বিধা নাই যে, গত ২৪/১২/২০২০ ও ২৮/০৪/২০২১ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত " ডাক বিভাগে শত শত কোটি টাকা লোপাট, ভদ্রের সহযোগীরা অধরা" এবং "অধরাই ডাক বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্থরা" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন দুইটিতে আপত্তিজনক, অসত্য কাল্পনিক ও বানোয়ট তথ্য প্রকাশ করে ফরিয়াদীকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এই জুডিশিয়াল কমিটি আশা করে ভবিষ্যতে প্রতিপক্ষ আরো সাবধান হবেন এবং সাংবাদিকতার নিয়মনীতি মেনে পত্রিকা পরিচালনা করবেন। সবকিছু বিবেচনা করে আমরা সবাই একমত যে, প্রেস কাউন্সিল অইনের ১২ ধারায় উভয় প্রতিপক্ষ দোষী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। তাদের উভয়কে এজন্য তিরস্কার করা হলো।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে একইভাবে ছাপিয়ে উক্ত পত্রিকায় একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ফরিয়াদিও যদি চান তবে এই রায়ের কপি নিজ খরচে অন্য যে কোনো পত্রিকায় ছাপিয়ে উহার এক কপি অত্র প্রেস কাউন্সিলে জমা দিতে পারেন।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-
ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-
দেওয়ান হানিফ মাহমুদ
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল